বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ

Global Gateway

Funded by
the European Union

জাতীয় বাজেট ২০২৪-২০২৫: সারসংক্ষেপ

Finance Division, Ministry of Finance

PFM Action Plan

Component-12

Strengthen Parliamentary Oversight and Scrutiny of Public Expenditure

DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট
হেল্পডেস্ক
২০২৪

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১. বাজেট প্রেক্ষাপট

চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা এবং অভ্যন্তরীন চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাংলাদেশ উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। গত ০৬ জুন "টেকসই উন্নয়নের পরিক্রমায় স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন যাত্রা" শিরোনামের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয়। জাতীয় সংসদে মাননীয় স্পীকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি এবং সরকার ও বিরোধী দলের মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উপস্থিতিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি এ বাজেট উপস্থাপন করেন।

বর্তমান সরকারের আমলে বিগত এক যুগে, কেবল করোনাকালীন বছর ব্যতীত, বাংলাদেশ জিডিপির প্রবৃদ্ধি অন্তত ৫.৫ শতাংশ কিংবা তার বেশি ধরে রাখতে সক্ষম হয় (লেখচিত্র ২)। উল্লেখ্য, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ অতিক্রম করে। এই সাফল্য, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতির কারণে সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেলেও, মাথাপিছু আয় ২৭০০ ডলারের ওপরে রাখা সম্ভব হয়েছে (লেখচিত্র ১)।

লেখচিত্র ১: মাথাপিছু আয়: ২০১২-২৪

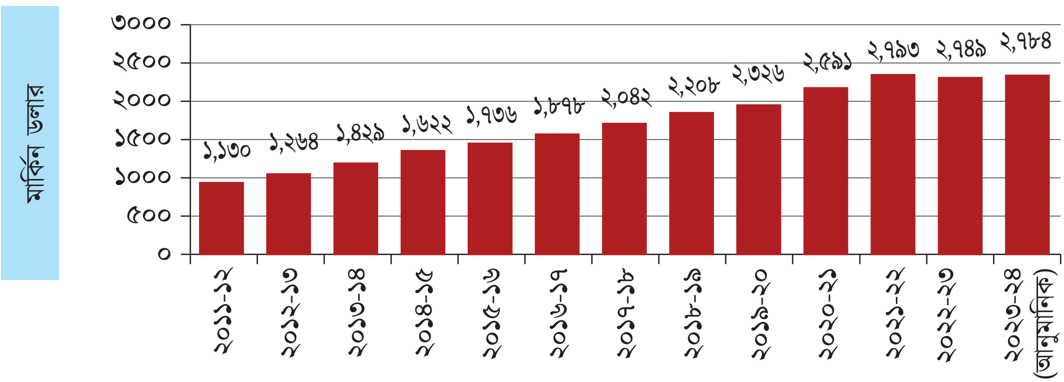

তথ্যসূত্র: জাতীয় বাজেটে বক্তৃতা ২০২৪-২৫, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

লেখচিত্র ২: জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি: ২০১২-২৫

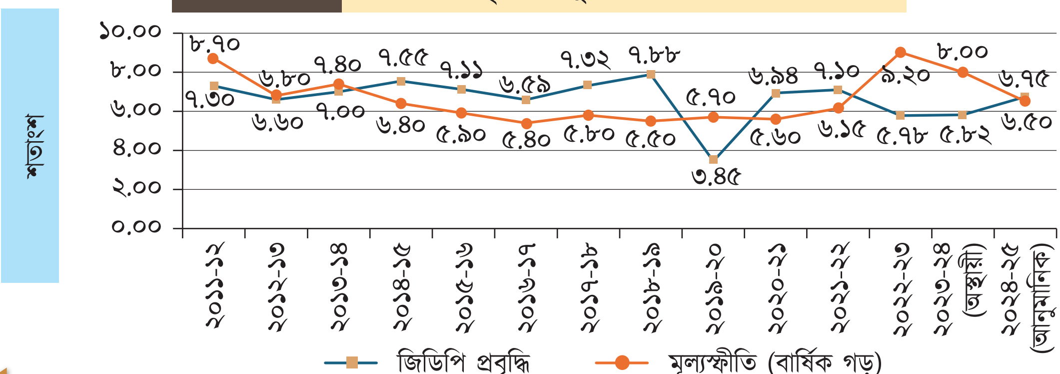

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৪-২৫ (ইংরেজি) (পৃ. ২০৯), এমটিএমপিএস ২০২৪-২৫ (ইংরেজি) (পৃ. ২৫ এবং ৪১)।

২. বাজেট ২০২৪-২৫ বরাদ্দ প্রস্তাবনা

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা যা সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো, সাধারণ সেবা, সুদ পরিশোধ, পিপিপি ভর্তুকি ও দায় এবং নীট ঋণ দান ও অন্যান্য শিরোনামের আওতায় বরাদ্দ করা হয়েছে (লেখচিত্র ৩)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় এ বাজেট ৪.৬ শতাংশ বেশী।

প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের ২৫.৯ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে সামাজিক অবকাঠামো, ২৭.১ শতাংশ ভৌত অবকাঠামো, ২১.২ শতাংশ সাধারণ সেবা খাতে। অপরদিকে অবশিষ্ট ২৫.৮ শতাংশ ব্যয় করা হবে সুদ পরিশোধ, পিপিপি ভর্তুকি ও দায় এবং নীট ঋণ দান ও অন্যান্য দায় প্রদানে।

লেখচিত্র ৩: ২০২৪-২৫ বাজেট-এর খাতওয়ারি বরাদ্দ

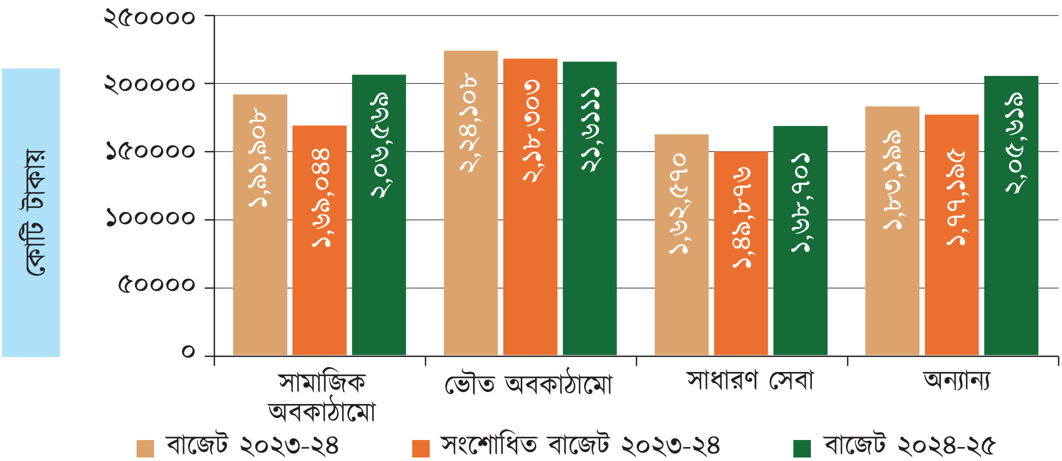

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৪-২৫ (ইংরেজি)(পৃ. ১৭৮-১৭৯)।

৩. ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের ব্যয় প্রস্তাবনা

গতানুগতিক ধারায় বাংলাদেশের বাজেটের মূল ব্যয়ের খাত হলো পরিচালন আবর্তক ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ৫ লক্ষ ৬ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৬৩.৬ শতাংশ (লেখচিত্র ৪)। প্রস্তাবিত এ বরাদ্দ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১১.৯ শতাংশ বেশি।

অপরদিকে, উন্নয়ন ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা, যা মোট বাজেট বরাদ্দের ৩৬.৪ ভাগ। মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মূল অংশ "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)" সংক্রান্ত ব্যয় ৯৪.২ শতাংশ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে খাতভিত্তিক বরাদ্দের বিবেচনায় মূল খাতগুলো হলো - শিক্ষা ও প্রযুক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, জনপ্রশাসন এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (লেখচিত্র ৫)।

বিগত অর্থবছরের ন্যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনায় কয়েকটি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থবিভাগকে ৩১.১ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে (লেখচিত্র ৬)।

লেখচিত্র ৪: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনামূলক বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনা

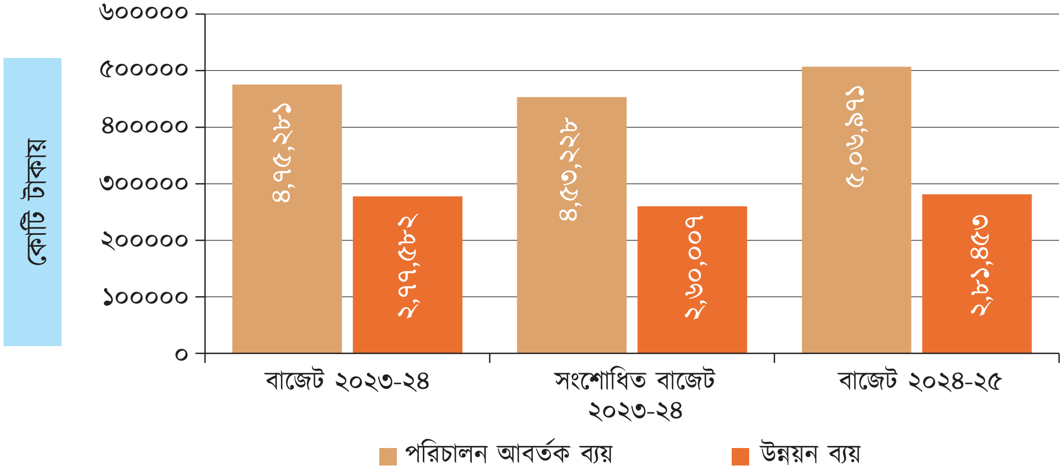

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, (বিবরণী ০)(পৃ. ১)।

লেখচিত্র ৫: খাতভিত্তিক বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনার তুলনামূলক চিত্র (ভর্তুকি, প্রণোদনা এবং পেনশন সহ)

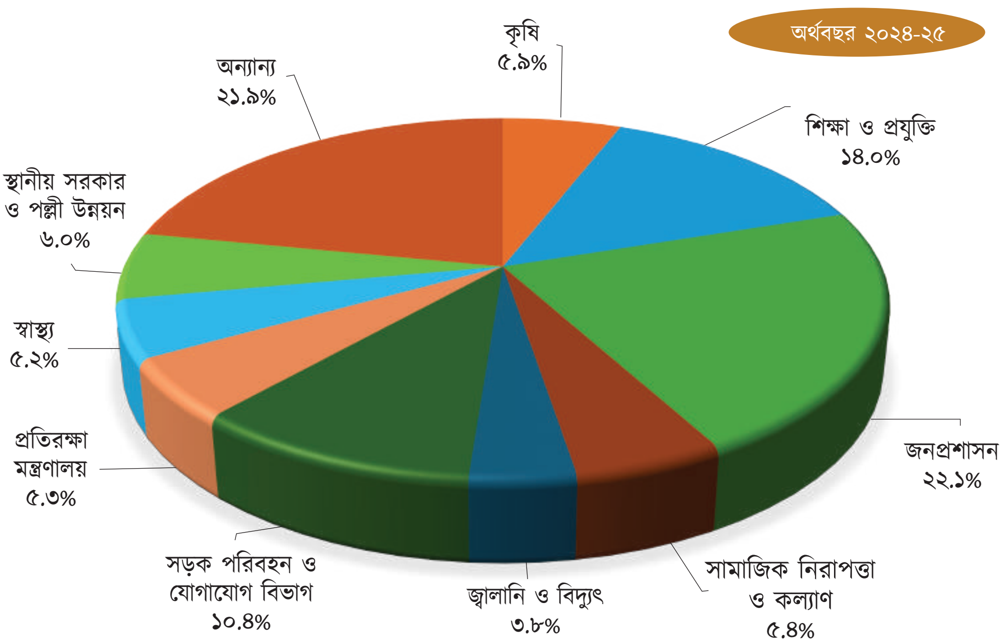

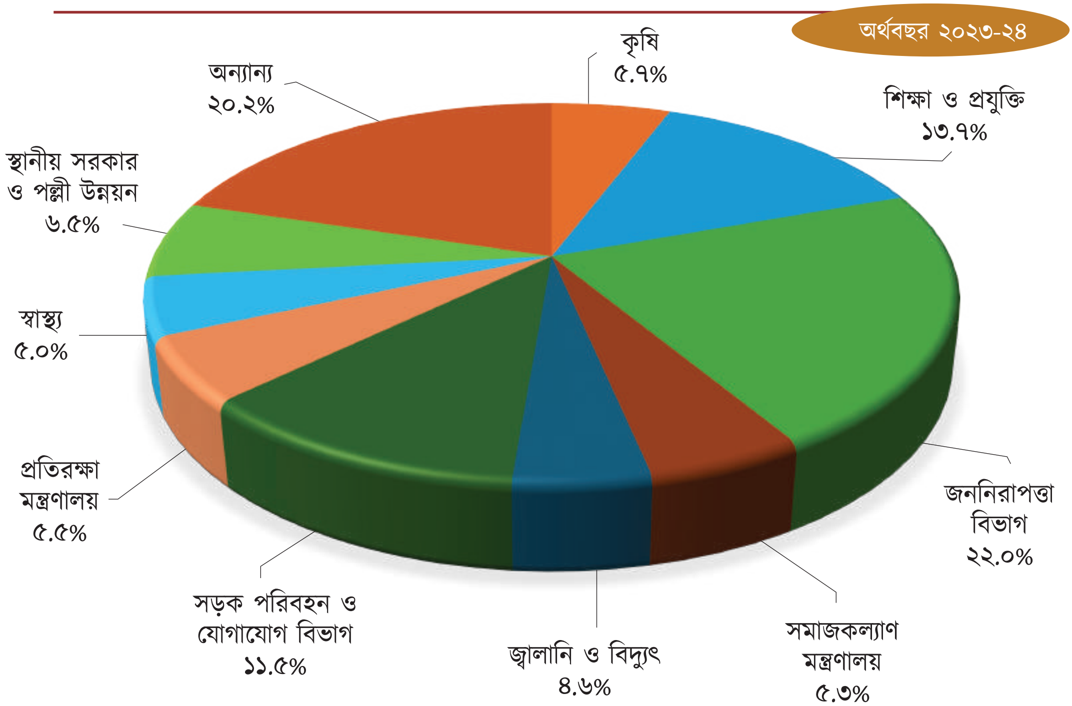

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, (বিবরণী ২ লেখচিত্র) পৃ. ১।

লেখচিত্র ৬: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনা (২০২৪-২৫)

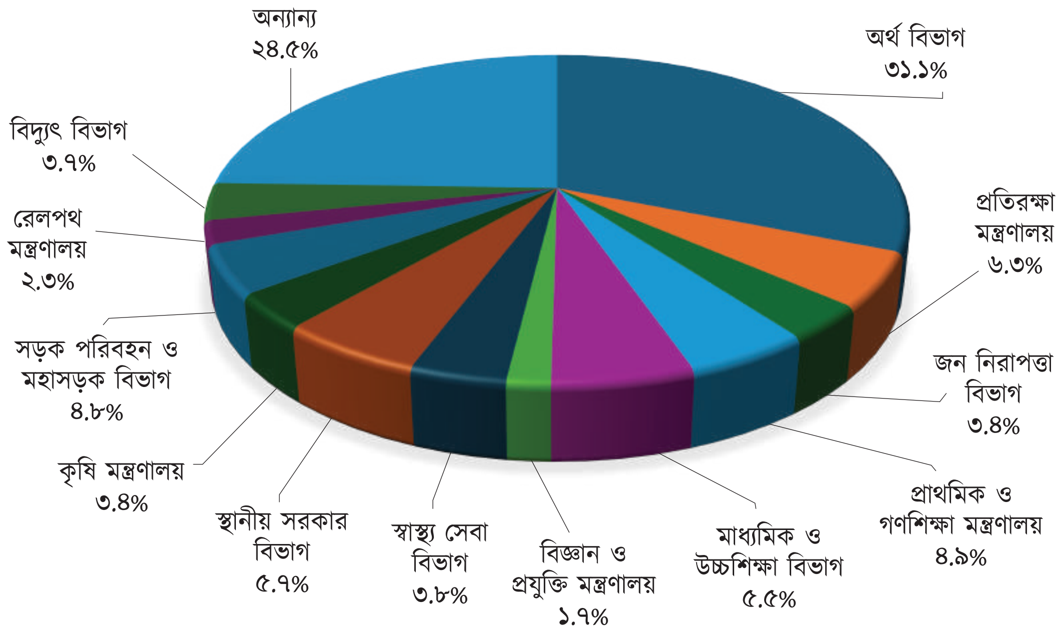

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৪-২৫ (ইংরেজি সংস্করণ), পৃ. ২১৫-২১৬ এর উপর ভিত্তি করে।

৪. অর্থবছর ২০২৪-২৫ বাজেটের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়

প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৫ লক্ষ ৪১ হাজার কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ৮.২ শতাংশ বেশী (লেখচিত্র ৭)। বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের অনুরূপ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের রাজস্ব আয়ের মূল উৎস (৮৮ শতাংশ)। প্রস্তাবিত নতুন বাজেটে রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ৯.৭ শতাংশ ধরা হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) সংশোধিত বাজেটে ৯.৫ শতাংশ ধরা হয়েছিল। প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্য সংযোজন করকে প্রাক্কলিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহের মূল উপাদান (৩৮ শতাংশ) ধরা হয়েছে। এছাড়া আয়কর, মুনাফা, মূলধন আয় বাবদ ৩৭ শতাংশ কর আহরণের প্রস্তাবনা রয়েছে (লেখচিত্র ৮)।

লেখচিত্র ৭: বাজেটের রাজস্ব আয় প্রস্তাবনার তুলনামূলক চিত্র

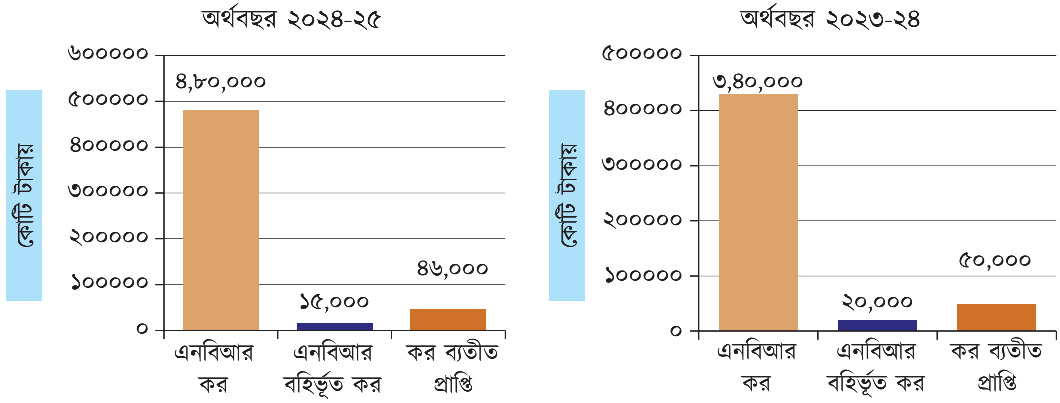

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৪-২৫ (ইংরেজি সংস্করণ), পৃ. ১৭৫।

লেখচিত্র ৮: রাজস্ব প্রস্তাবনায় এনবিআর করের বিন্যাস (অর্থবছরঃ ২০২৪-২৫)

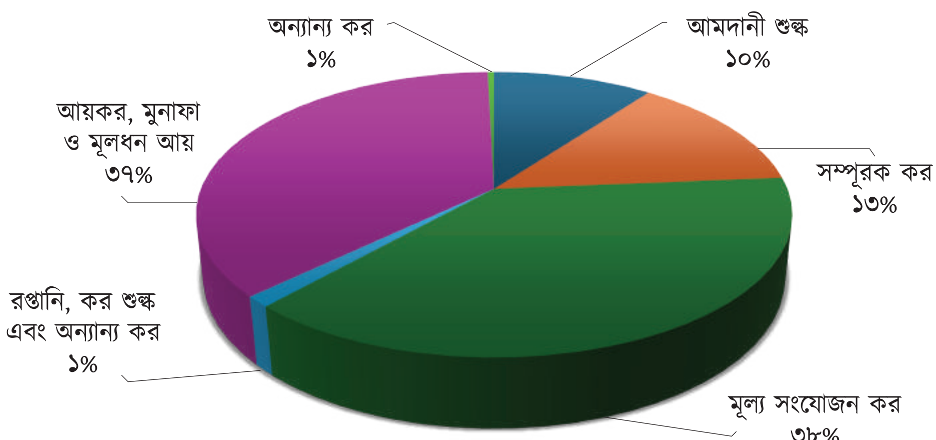

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী ১, পৃ. ১।

৫. প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি এবং অর্থায়ন

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ) ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় ৪.৬ শতাংশ (লেখচিত্র ৯)। ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎসকেই প্রধানত ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে ব্যাংক খাত থেকে অর্থায়িত হবে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এই অর্থায়ন অভ্যন্তরীণ উৎসের অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮৫.৫ শতাংশ। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে ৩৬.১ শতাংশ ঘাটতি বৈদেশিক উৎস হতে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (লেখচিত্র ১০)।

লেখচিত্র ৯: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতির তুলনামূলক চিত্র

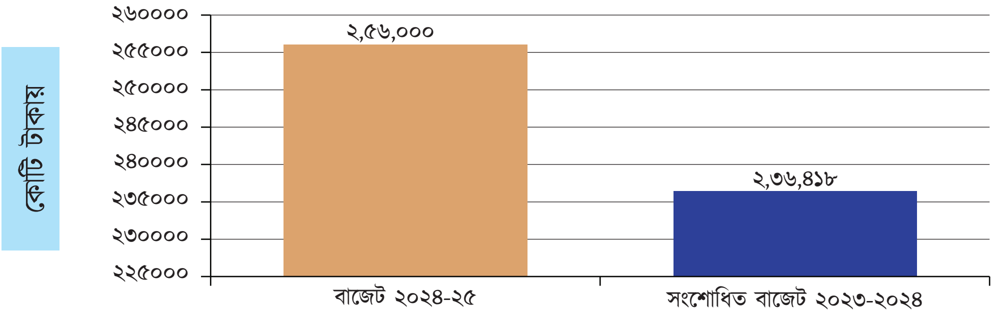

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৪-২৫, পৃ. ২০ এবং ২৪।

লেখচিত্র ১০: ২০২৪-২৫ বাজেটে ঘাটতি অর্থায়ন প্রস্তাবনা

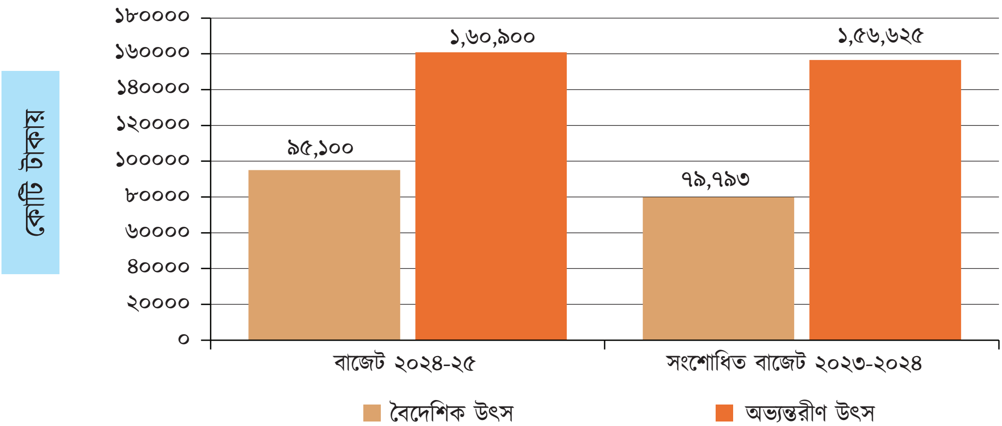

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৪-২৫, পৃ. ২০ এবং ২৪।

৬. প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তাবনা

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে মানবসম্পদ খাতকে (লেখচিত্র ১১)। এছাড়াও যোগাযোগ অবকাঠামো, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকেও বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ সংশোধিত অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রাধান্য পেয়েছিল কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাত।

লেখচিত্র ১১: খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের প্রস্তাবনা

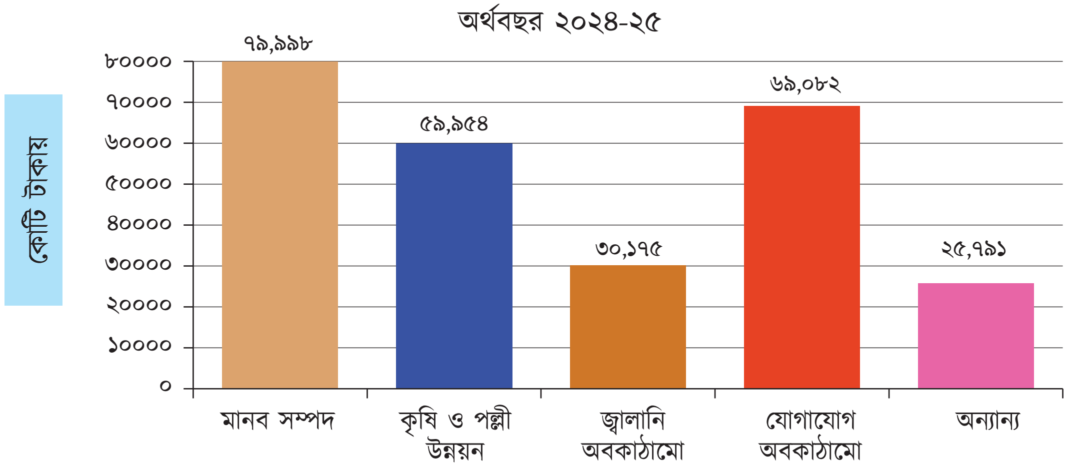

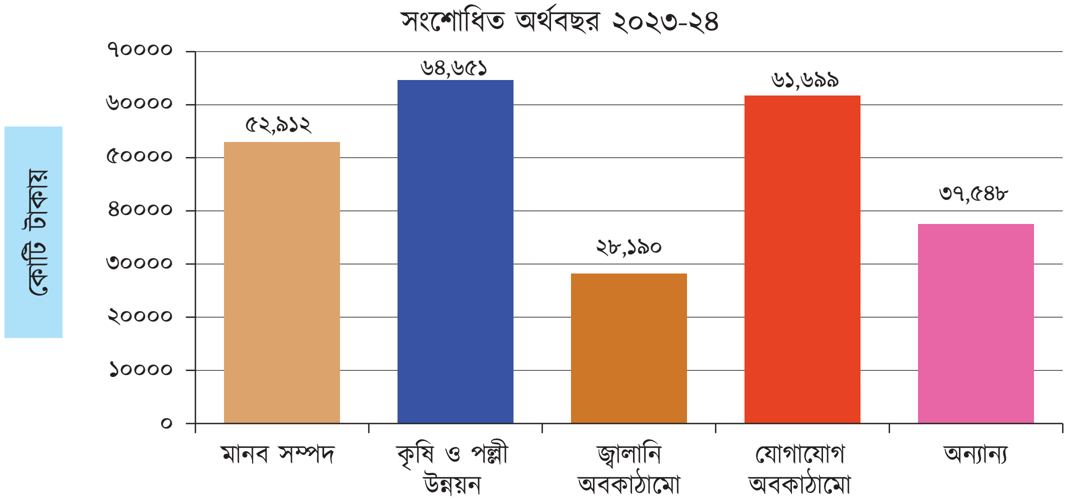

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৪-২৫, পৃ. ১৭৭।

৭. উপসংহার

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। সার্বিকভাবে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ রাখার প্রচেষ্টা দৃশ্যমান। স্বাস্থ্য খাত, শিক্ষা ব্যবস্থা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আর্থিক খাতে বৈচিত্র্য আনয়নসহ সর্বত্র সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য এবং সুস্পষ্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকারের কাঙ্খিত লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে একটি স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সবার কাজের সুযোগ তৈরী করা সম্ভব - যা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.